

୧୨୬ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୯୮ ଇଁ ତାରିଖେ ଅନୁଷ୍ଠିତ
ସମ୍ମାନ ବହୁମୁଖୀ ସେତୁ କର୍ତ୍ତ୍ତଗକ୍ଷେର ୬୧ତମ ବୋର୍ଡ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବିବରଣୀ

୧୨୬ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୯୮ ଇଂ ତାରିଖେ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳାର ହୋସନେର ସଭାପତିତେ ଯମୁନା ବହୁଧୀ ସେତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ୬୧ତମ ବୋର୍ଡ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ସଭାଯ ଉପାସିତ ସଦମ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବ୍ଦେର ନାମେର ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-କ ତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ।

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। ৬০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২ : স্থানীয় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ওয়ার্ক হারবারের দক্ষিণে
বাঁধের ঢালে ও ধলেশ্বরী নদীর মুখে প্রোয়েনের অতিরিক্ত কাজ এবং প্রকল্পের হাউজিং এলাকা ও কন্ট্রাক্ট-৩ এর
বাস্তা রক্ষার জন্য ধলেশ্বরী নদীতে ১৯৯৭ সালে নির্মিত অস্থায়ী প্রোয়েন মেরামত কাজের ঠিকাদার নিয়োগের
বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে সেতু বিভাগের সচিব জানান যে, ১৯৯৪ সনে যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজ আরম্ভ
হওয়ার পর ২৩ং চুক্তির ঠিকাদার নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের সুবিধার্থে ওয়ার্ক হারবারের দক্ষিণে অস্থায়ী কাজ
হিসাবে একটি Haullage Road নির্মাণ করে এবং চুক্তিকালীন সময়ে যাবতীয় মেরামত কাজ করে। এই
রাস্তা-কাম-বাঁধটি মাল পরিবহনের সুবিধার পাশাপাশি হারবারের স্থায়ীভূত এবং জেএমবিএ এলাকাসহ
আশেপাশের কিছু এলাকা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করে থাকে। ২৩ং চুক্তির কাজ শেষ হওয়ার পর ঠিকাদার
উক্ত অস্থায়ী বাঁধটি অপসারণ করতে চাইলে উপদেষ্টা সংস্থার প্রামাণ্য মোতাবেক ওয়ার্ক হারবার এবং আশে
পাশের এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে উহা যথাস্থানে রাখার এবং জেএমবিএ কর্তৃক এর রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত
নেয়া হয়। এ রাস্তার শেষ প্রান্তে ধলেশ্বরী নদীর নবসৃষ্ট মুখটি ছায়ীকরণের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে একটি
প্রোয়েন নির্মাণ করা হয়।

তিনি আরো জানান যে, বিগত অক্টোবর' ১৭ ইং মাসে অনুষ্ঠিত ৮ম মাইল ষ্টোন সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর জেএমবিএ কর্তৃক চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৯৭-১৮) উক্ত বাঁধ এবং ঝোয়েন এর ঢালে পাথর বিছিয়ে মজবুত করণের কাজ হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিএসসি-কে এ কাজের জন্য ডিজাইন প্রণয়ন করতঃ একটি প্রস্তাব পেশ করতে বলা হয়। সিএসসি নির্ধারিত তারিখের প্রায় আড়াই মাস বিলম্বে ১২/২/১৮ ইং তারিখে একটি ডিজাইন প্রণয়ন করতঃ কাজটি করার জন্য ৩নং চুক্তির ঠিকাদারের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি কোটেশন সহ প্রস্তাব পেশ করে, যাতে উক্ত কাজের মূল্য দেখানো হয় ১,৬৮,৯৬,০১২.৭৯ টাকা। প্রস্তাবটি যাচাই করে ৩নং চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত দরাটি অত্যন্ত বেশী প্রতীয়মান হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিডিউল-এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত জেএমবিএ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এ কাজের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত ৭৬,৬৬,৭০৮.০০ টাকা। এর ভিত্তিতে ৩নং চুক্তির ঠিকাদার মেসার্স সামগ্রয়ান কর্পোরেশনের সাথে নিগোশিয়েশন করে দর কমানোর জন্য সিএসসি-কে অনুরোধ করা হয়। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে মেসার্স সামগ্রয়ান কর্পোরেশন ১,৫৬,৫৫,৭২৩.৭৯ টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন পেশ করে। এই দর জেএমবিএ কর্তৃক প্রস্তুত প্রাক্কলন হতে অনেক বেশী হওয়ায় কাজটি স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে করার জন্য যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের আইটেম এবং দর পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বিশ্লেষণের পর কাজটির মূল্য দাঢ়ায় ৬২,৭৫,৭৮৫.০০ টাকা।

22/8/55

সচিব এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন যে, জেএমবিএ-এর হাউজিং এরিয়া ও ৩নং চুক্তির এপ্রোচ রোড ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য ১৯৯৭ সালের শুক্র মৌসুমে ধলেশ্বরী নদীর বাঁকে ৭টি অস্থায়ী ঘোয়েন নির্মাণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের বন্যার সময় উক্ত এলাকায় কোন ভাঙ্গন হয় নাই। কিন্তু প্রবল স্ন্যাতের কারণে ৭টি ঘোয়েনের মধ্যে ৪টি ঘোয়েন উক্ত বর্ষা মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত ঘোয়েনগুলি আগামী বর্ষা মৌসুমের (১৯৯৮) আগেই মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। এই মেরামত কাজ করার জন্য সিএসসি একটি নস্তা প্রণয়ন করতঃ স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে উক্ত মেরামত কাজ করার জন্য সুপারিশ করেছে। নস্তা অনুযায়ী জেএমবিএ কর্তৃক প্রস্তুত এই কাজের প্রাকলিত ব্যয় দাঁড়ায় ১,১৭,৫৫৫.৩৫ টাকা। অতএব কাজ দুটির জন্য মোট প্রাকলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬২,৭৫,৭৮৫.০০+১,১৭,৫৫৫.৩৫ = ৬৩,৯৩,৩৪০.৩৫ টাকা।

জেএমবিএ-এর প্রাকলন অনুযায়ী কাজ দুটি স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে করানোর জন্য গত ১৬/৩/৯৮ ইং তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ৩১/৩/৯৮ ইং তারিখে সীলমোহরকৃত দরপত্র গ্রহণ করা হয়। মোট ৮টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার variance ৪.৯৯% হতে ৫.১৪২৫% নিম্নদর। দরপত্রগুলি যাচাই কালে ৩টি দরপত্র Responsive ও ৫টি দরপত্র Non-Responsive বিবেচিত হয়। Responsive ৩টি দরপত্রের মধ্যে Monico Limited প্রাকলিত দর থেকে ৫.১৪২৬% (পাঁচ দশমিক এক চার দুই ছয় শতাংশ) নিম্নদর প্রদান করে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছে। টেন্ডার কমিটি উক্ত দরপত্রগুলো যাচাই করে এবং ৫.১৪২৬% নিম্নদরে Monico Limited এর বরাবরে কাজটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। Monico Limited ইতিপূর্বে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ৭নং চুক্তি পূর্ব পাঢ়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করেছে এবং এই কাজের গুণগত মান এখনো অক্ষুণ আছে বলে সচিব জানান।

আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ওয়ার্ক হারবারের দক্ষিণে বাঁধের ঢালে ও ধলেশ্বরী নদীর মুখে ঘোয়েনের অতিরিক্ত প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং প্রকল্পের হাউজিং এলাকা ও কন্ট্রাক্ট-৩ এর রাস্তা রক্ষার জন্য ধলেশ্বরী নদীতে নির্মিত অস্থায়ী ঘোয়েন মেরামত কাজ তফসীল (প্রাকলিত) দর অপেক্ষা ৫.১৪২৬% নিম্নদরে অর্থাৎ ৬০,৬৪,৫৫৬.৪৩ (ষাট লক্ষ চৌষটি হাজার পাঁচশত ছাপান টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) টাকায় Monico Limited এর বরাবরে বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (এম.সি) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধনের বিষয়টি উপস্থাপন করে সচিব জানান যে, বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৫তম বোর্ড সভায় জেএমবিএ এবং ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার (এম.সি) মধ্যে প্রাইস কন্ট্রিনজেশন ব্যতিরেকে ২৮,৩২, ২৯,৮০৮.৪২ (আটাশ কোটি বত্তিশ লক্ষ উনবিশ হাজার আটশত আট টাকা বিয়ালিশ পয়সা) টাকা সম্বলিত সংশোধিত চুক্তি (2nd amendment) অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত চুক্তিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য ২৩৫.৫০ জনমাস এবং দেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য ৪০৫.০০ জনমাসের প্রস্তাৱ ছিল। গত ২২-২৫ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম মাইলস্টোন সভায় এ মর্মে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, Contract Management Advisor কে সহায়তা করার জন্য একজন Contract Engineer নিয়োগ এবং Resettlement কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য জনমাস বৃক্ষি করা প্রয়োজন।


Md. Md. Ahsanullah

তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যায়ে ঠিকাদারগণ কর্তৃক অনেক দাবী (claim) উৎপন্নের প্রেক্ষিতে এমসি এর চুক্তিতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কিছু বাড়তি জনবলের আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই জনবল ছাড়া সিএসসি'র সুপারিশ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করার বিষয়ে জেএমবিএ-কে মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে হবে। এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত এমসি চুক্তির জনমাস পুনর্বন্টন (reallocate) করা হয়েছে। অনুমোদিত চুক্তিতে contingency বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যেই পুনর্বন্টনকৃত জনমাসের জন্য ব্যয়িত অর্থের সংকুলান হবে অর্থাৎ প্রস্তাবিত পুণঃনিরোগ/পুনর্বন্টন এর ফলে অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন খরচ হবেনা।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার (এমসি) অনুমোদিত চুক্তিতে contingency বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ আছে তার মধ্যেই পুনর্বন্টনকৃত জনমাসের জন্য অর্থ সংকুলান সাপেক্ষে এমসি-র প্রস্তাবিত পুণঃনিরোগ/পুনর্বন্টনকৃত জনবল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (Operation & Maintenance) কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে সেতু বিভাগের সচিব জানান যে, আগামী জুন মাসের শেষার্ধে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে। এরপ একটি বৃহৎ প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, টোল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ বেশ জটিল হওয়ায় এ সকল কাজের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন O&M ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়ে ৫৫তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তীতে দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭টি আন্তর্জাতিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে long listed করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত Prequalification Document পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৪টি প্রতিষ্ঠানকে পূর্বযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা (১) JOMAC (Intertoll/SOW/AML), (২) AI & A/PBL/TEL এবং (৩) DCE/PDLC/MAH/KL দরপত্র দাখিল করে। দাখিলকৃত দরপত্রগুলো ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা (MC) দ্বারা প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর MC-এর মূল্যায়নে JOMAC এবং AI & Associates যথাক্রমে ৮৫% এবং ৮০% নম্বর পেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন এবং DCE ৬৬% নম্বর পেয়ে অযোগ্য বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা তা পুনরায় ঘাটাই করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের প্যানেল অব এক্সপার্টের সদস্য এবং বুয়েটের অধ্যাপক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী ও ডঃ আইনুন নিশাত উক্ত মূল্যায়ন কমিটির সদস্য। দরপত্রগুলো ঘাটাইয়ের পর JOMAC ৮২% নম্বর, AI & Associates ৭৬% নম্বর এবং DCE ৭১% নম্বর পেয়ে কারিগরী যোগ্যতা অর্জন করে। অতঃপর কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন ওটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব সমূহ মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। কমিটির মূল্যায়ন অনুযায়ী JOMAC (Intertoll/SOW/AML) মোট টাকা ১,০৯,৬০,১১,২৫২.০০ (US\$ 23,826,332.00) দর উদ্বৃত্ত করে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে O&M Contract এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। অপরপক্ষে কারিগরী মূল্যায়নে সর্বনিম্ন নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (DCE/PDLC/MAH/KL) আর্থিক মূল্যায়নে ২য় স্থান লাভ করে। প্রথম এবং বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার মধ্যে ব্যবস্থাপনা ফি'র প্রার্থক্য ১১.৮০ কোটি টাকা। গত ৬০তম বোর্ড সভায় O&M ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে নিগোশিয়েশনের জন্য বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে বলে সচিব উল্লেখ করেন। DCE তাদের ব্যবস্থাপনা ফি'র মধ্যে যত্নপাতির মূল্য ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত করায় এই ব্যবধান ১৮.২০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের ভুলটি ধরা পড়েছে বিধায় এখন ব্যবধান ১১.৮০ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে।

এই মর্মে সচিব উল্লেখ করেন যে, সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিপূর্ণভাবে শুরু করার জন্য জনবল প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি mobilisation করার নিমিত্তে ঠিকাদারকে সেতু চালু হওয়ার অন্তত তিনি মাস পূর্বে কার্যাদেশ দেয়া প্রয়োজন ছিল, যা ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হওয়ায় সম্ভব হয় নাই। তবে এ মৃহৃতে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি ৬০% mobilisation সহ যথাসময়ে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে Preferred ঠিকাদার JOMAC জানিয়েছে। সুতরাং এই মৃহৃতে যদি ঠিকাদার নিয়োগ সম্ভব না হয় তবে সেতু চালু হওয়ার পর থেকে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং প্রকল্পের স্বার্থে এরপ অবস্থার উন্নত যোটেই সমীচীন হবে না।

এই প্রসঙ্গে সচিব জানান যে, ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার মতে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দাখিলকৃত দরপত্রে চুক্তিগত কিছু অসংগতির কথা উল্লেখ করে উক্ত প্রতিষ্ঠান সেতু কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি অভিযোগ পত্র প্রেরণ করে, যা যথাযথ পরীক্ষাতে কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। প্রবর্তীতে তারা লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে একই প্রকার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সচিব আরো উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা (DCE/PDLC/MAH/KL) কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতির উল্লেখ করা দরকার ছিল, তার মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, যা যোগ্যতা মাপকাঠি বিবেচনায় বড় ধরণের জ্ঞান। তাছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান প্লাট ও যন্ত্রপাতির মূল্য ব্যবস্থাপনা ফি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং একই জিনিসের মূল্য Capital Item-এর তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে Double counting-এর উন্নত হয়েছে, যা দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী যথার্থ হয় নাই। এ সব কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বাতিল হতে পারত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যবসেক মূল্যায়ন কমিটি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী দিক থেকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। অপরপক্ষে সর্বনিম্ন দরদাতা JOMAC আর্থিক অফার ৩(তিনি) কপির পরিবর্তে ১(এক) কপি দাখিল করে। কোন মারাত্মক জ্ঞান নয় বিধায় তাদের দরপত্র যথাযথ গণ্য করা হয়েছে।

সচিব আরো জানান যে, তাঁর সাথে JOMAC আলোচনার ফলে JOMAC-এর ব্যাংক গ্যারান্টি ৬ মিলিয়ন হতে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হাসের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ফি মার্কিন ডলার ৫০০,০০০,০০ কমানোর বিষয়টি ৬০তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে তা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়টি উক্ত বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে ভুলবশতঃ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ৬১তম বোর্ড সভায় সচিব পুনরায় বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি আরো জানান যে, ২/৪/৯৮ এবং ৫/৪/৯৮ ইং তারিখে JOMAC এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এর দুইফা নিগোশিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় JOMAC প্রদত্ত আর্থিক অফারের বিভিন্ন আইটেমের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কমিটি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে যা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন আইটেমের উপর দর কমানো এবং কাজের কারিগরী মান বৃদ্ধি করার জন্য নিগোশিয়েশন করা হয় এবং অনেক বিষয়ের উপর একমতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা JOMAC-এর সাথে নিগোশিয়েশনের মাধ্যমে দাখিলকৃত দরপত্র হতে উপরোক্ত ৫০০,০০০,০০ মার্কিন ডলার এবং CCTV প্রবর্তনের জন্য ১৪০,০০০,০০ ডলার সাম্রাজ্যসহ মোট মার্কিন ডলার ৬,৪০,০০০,০০ কমানোর ফলে ব্যবস্থাপনা ফি দাঁড়িয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা ও বাংলাদেশী টাকায় যথাক্রমে মার্কিন ডলার ১৫,৭৬৬,৭০৬,০০ এবং টাকা ৩৪১,৩০২,৭৯৬,০০।

মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী জানান যে, মূল্যায়ন কমিটি সবদিক পুর্খানুপুর্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান (JOMAC)-কে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে অনুমোদন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সুপারিশ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিগোশিয়েশনের মাধ্যমে CCTV for "Bridge Video Incidence Detection System and Independent Audit on

"Incident Detection System for Tolls" অন্তর্ভুক্তির ফলে মার্কিন ডলার ১৪০,০০০/০০ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। দেশের স্বার্থ বিবেচনা করতঃ নিরপেক্ষভাবে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিগোশিয়েশন কমিটির সুপারিশের উপর লিগ্যাল নোটিশ এর কোন impact নেই এবং কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

মূল্যায়ন কমিটির অপর এক সদস্য ডঃ আইনুন নিশাত কমিটির রিপোর্টের বিভিন্ন দিকসমূহ সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা ফি ৫% অধিম চেয়ে দরপত্র দাখিল করেছিল। পরবর্তীতে তারা জানিয়েছে যে, ২০% অধিম প্রদান করা হলে ব্যবস্থাপনা ফি মার্কিন ডলার ৫,৭০,০০০.০০ কমানো যাবে। অপর পক্ষে নিগোশিয়েশন কমিটি ব্যবস্থাপনা ফি ৬,৫০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার কমানোর প্রস্তাব দিলে ঠিকাদার এতে রাজী হয়নি। সর্বদিক বিবেচনায় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ গ্রহণযোগ্য বলে তিনিও মত ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় নিম্ন দরদাতা কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল সংক্রান্ত যে লিগ্যাল নোটিশ দাখিল করা হয়েছে, তার উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। লিগ্যাল নোটিশের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী এই মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে লিগ্যাল নোটিশের আইনগত দিকসমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবও একই মত প্রকাশ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার দিন হতে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে JOMAC-কে O&M ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তবে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে আইনগত বিষয়ক উপদেশ (legal advice) গ্রহণ করতে হবে। Legal advice-এ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়ে বাধা না থাকলে O&M ঠিকাদার হিসাবে JOMAC-কে জরুরী ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (খ) নির্মানের যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা JOMAC-এর ব্যাংক গ্যারান্টি ৬ মিলিয়ন হতে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনা ফি মার্কিন ডলার ৫০০,০০০.০০ কমানোর বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (গ) JOMAC-কে কার্যাদেশ প্রদান করার পর চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে তারা ব্যবস্থাপনা ফি ন্যূনপক্ষে ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) মার্কিন ডলার কমাতে সম্ভব হলে ২০% অধিম প্রদান করা হবে অন্যথায় ৫% অধিমের ভিত্তিতেই চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮.১২.১৪

মন্ত্রীর স্বাক্ষর
(আলোয়ার হোসেন)

মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

১২ই এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৬১তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত, সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, ঢাকা।
২।	জনাব আমিন উল্লাহ, সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	মেজর জেনারেল হাসান মাহমুদ চৌধুরী বিপি চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
৪।	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াব্দুদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ঢাকা।
৫।	ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭।	ডঃ ফিরোজ আহমেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ আইনুল নিশাত পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম-সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১০।	জনাব ফারাক আহমেদ সিদ্দিকি পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১১।	জনাব এ, কে, এম শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএনএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১২।	জনাব শামসুল আলম চৌধুরী অতিরিক্ত পরিচালক (নদীশাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩।	জনাব রবিউল ইসলাম অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।